প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... ৬

এবার এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী শাখায় বিক্ষোভ

কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির রাজশাহী ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা গতকাল মঙ্গলবার ক্লাস বর্জন করে শিক্ষাজীবনের নিশ্চয়তার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি নিয়মের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকায় সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়ার পরে তাঁদের মনে হচ্ছে সত্যিই তাঁরা অবৈধ ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করছেন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী ক্যাম্পাসের উপরেজিস্ট্রার মঞ্জুরে এলাহী বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি না যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। রাজশাহী ক্যাম্পাস বৈধ এবং শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে গত সোমবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত 'শাখা ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ চলছে/এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে যাবেন না রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী' শীর্ষক খবরের প্রতিবাদ জানিয়েছে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল পাঠানো প্রতিবাদপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দাবি করেছেন, প্রকাশিত তথ্যগুলো সঠিক নয়।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার সম্মতি দেন এবং এ ব্যাপারে বঙ্গভবন থেকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কাজেই মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি কথাটি ঠিক নয়। এতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪টি দূরশিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তাও সঠিক নয়। যেসব বিষয়ে দূরশিক্ষণ চালু আছে, তার সব কটিরই অনুমোদন আছে।

রাজশাহী ও খুলনা শাখা ক্যাম্পাস সরকারকে অবহিত রেখে নিয়মানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এতে আরও বলা হয়, সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শাখা ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অনুপযুক্ত বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সত্য নয় বলে প্রতিবাদপত্রে দাবি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দূরশিক্ষণ কেন্দ্রের বিষয়ে বর্তমানে কোনো অভিযোগ আছে বলে কর্তৃপক্ষের জানা নেই।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টি পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হতে পারেনি বলে রাষ্ট্রপতি সমাবর্তনে যাননি, এমন বক্তব্য ঠিক নয়। ২০০৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তনেও সাবেক রাষ্ট্রপতি যোগদান করেছেন, যখন স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপিত হয়নি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা বা দূরশিক্ষণ কেন্দ্র এখন আর বৈধ নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ও কেন্দ্রগুলোকে চলমান কোর্স শেষ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু আদালতের স্থগিত আদেশ নিয়ে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ভর্তি অব্যাহত রেখেছে। রাষ্ট্রপতি অসুস্থ বলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসেননি বলে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমে যে বক্তব্য দিয়েছে, তা আপত্তিকর। কারণ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়া রাষ্ট্রপতির মতো সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কেউ অসুস্থ বলতে পারেন না।

আর সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন বলেই কোনো শাখা ক্যাম্পাস বৈধ হতে পারে না। এ ছাড়া দূরশিক্ষণ, শাখা ক্যাম্পাস, শিক্ষকের যোগ্যতাসহ যেসব বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছুই প্রতিবেদকের নিজস্ব বক্তব্য নয়। বঙ্গভবন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্রে পাওয়া তথ্য উপাত্ত, চিঠিপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্যও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।